6th Sem (An Enquiry Concerning Human Understanding) Chapter - I

Q- হিউম কীভাবে 'সহজ ও স্পষ্ট দর্শন' এবং সুসংহত ও দুর্বোধ্য দর্শনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন? এদের কোনটির প্রতি তিনি কী পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন?

Ans: হিউম তাঁর 'An Enquiry Concerning Human Understanding' গ্রন্থে দর্শনের দুটি শাখার উল্লেখ করেছেন। (i) সহজ ও সুবোধ্য দর্শন ও (ii) জটিল ও গূঢ় বা দুর্বোধ্য দর্শন।

সরল ও 'সুবোধ্য দর্শন' বলতে হিউম সেই দর্শনকে বুঝিয়েছেন যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উপযোগী, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে, আচার

আচরণ সম্পর্কে, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে।

দুর্বোধ্য দর্শন বলতে হিউম সেই দর্শনকে বুঝিয়েছেন যা জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে বিশুদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে সেইসব মূল সূত্রকে নির্ধারণ করতে চায় যা মানুষের বোধশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, রসবোধ (Sentiments) কে জাগ্রত করে এবং যে সব সূত্রের নিরীখে মানুষ বিশেষ কোন বস্তুকে অথবা কর্মকে অথবা আচরণকে ভালো অথবা মন্দ রূপে বিচার করতে পারে।

Scanned with CamScanner

MARCH '15

M	T	W	T	F	S	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

এই দু প্রকার দর্শনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি বর্তমান —

প্রথমত: গূঢ়ার্থ দর্শনে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাবলী উপেক্ষিত হয়। এই দর্শনে যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণমূলক বিমূর্ত প্রত্যয়ের আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হতে পারে না।

অপরপক্ষে সহজবোধ্য দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন এবং তার সঙ্গে জড়িত নানাবিধ সমস্যা। এই দর্শন সাধারণ মানুষকে যথাযোগ্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে

এবং সেভাবে মানুষের আত্মিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে।

দ্বিতীয়ত: গূঢ়ার্থ দর্শন জনসমাজে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। গূঢ়ার্থ দর্শন এবং দার্শনিক কেবল অধিক মেধার অধিকারী হতে পারেন। এ প্রকার দর্শন ও দার্শনিকের খ্যাতি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং বিশেষ কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে।

অপরপক্ষে সহজবোধ্য দর্শন জনপ্রিয় ও সাধারণ মানুষের জীবনে উপযোগী হওয়ায় মানুষ সেই দর্শন ও দার্শনিককে সহজে বিস্মৃত হন না।

Scanned with CamScanner

FEBRUARY '15						
M	T	W	T	F	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

তৃতীয়ত: দু প্রকার দর্শনের মধ্যে হিউম উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন, দুর্বোধ্য দর্শনের ক্ষেত্রে দার্শনিক যদি কখনো তাঁর বিমূর্ত চিন্তার অতিসূক্ষ্ম যুক্তি-পদ্ধতিতে কোনো ভুল করেন, তাহলে ঐ ভুল

ক্রমান্বয়ে পরবর্তী ভুলের কারণ হয় এবং অবশেষে তিনি এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যা সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত।

সহজবোধ্য দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিপত্তির সম্ভাবনা তেমন থাকে না, এখানে দার্শনিক কখনো কোনো

ভুল করলে, বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করে দার্শনিক নিজেই তা সংশোধন করতে পারেন।

দর্শনের এই দুটি ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে হিউম সরল ও সুবোধ্য দর্শনের প্রতি অবিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছেন,

---

Scanned with CamScanner

MARCH '15

M	T	W	T	F	S	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Q- হিউম কিভাবে সত্য অধিবিদ্যা ও মিথ্যা অধিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন? তিনি কি সব অর্থেই অধিবিদ্যা বর্জন করেছেন? আলোচনা কর।

Ans — 'Enquiry' গ্রন্থে হিউম যে দু প্রকার দর্শনের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে 'বিমূর্ত চিন্তা সংক্রান্ত দুর্বোধ্য ও প্রজ্ঞামূলক দর্শন' কেই অধিবিদ্যা বলেছেন, সাধারণভাবে হিউমকে অধিবিদ্যা বিরোধী রূপে গণ্য করা হয়, কিন্তু হিউম অযথার্থ বা অপ-অধিবিদ্যাকে নিন্দনীয় বা অসম্ভব ~~বললেও~~ বলেছেন। হিউম দু-প্রকার অধিবিদ্যার উল্লেখ করেছেন — যথার্থ

অধিবিদ্যা ও ভ্রান্ত অধিবিদ্যা বা অপ-অধিবিদ্যা। ভ্রান্ত অধিবিদ্যা নিন্দনীয় ও অসম্ভব হলেও যথার্থ অধিবিদ্যা হিউমের মতে নিন্দনীয় নয়, অসম্ভব ও নয়।

হিউম বলেন যে অধিবিদ্যাকে আলোচনার পূর্বে আমাদের মানসিক মানচিত্র সম্পর্কে, জ্ঞান সামর্থ্যের সীমারেখার সম্পর্কে, অবহিত হওয়া দরকার। অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় যে বিমূর্ত অতীন্দ্রিয় বিষয় তাকে জানার মতো সামর্থ্য মানুষের মনের আছে কিনা

Scanned with CamScanner

তা না জেনে অধিবিদ্যক আলোচনায় যুক্ত হলে সেই অধিবিদ্যা কখনো বিজ্ঞান ও দর্শনের সমগোত্রের হতে পারে না। তা অযথার্থ বা অপ অধিবিদ্যায় পরিণত হয়। হিউম বলেন মানবমনের একটি প্রবণতা হল, অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করে সেই বিমূর্ত জগৎ সম্পর্কে যুক্তিহীনভাবে কথা বলা। এই প্রবণতার আবেগে ধর্ম ও কুসংস্কার যুক্ত হলে মানুষ এমন সব মতামত পোষণ করে যা স্ববিরোধী। এভাবেই জন্ম হয় অপ অধিবিদ্যার, বা মিথ্যা অধিবিদ্যার।

কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যদি বিমূর্ত প্রত্যয়ের স্বরূপ অন্বেষণ করা হয় তাহলে তা হল যথার্থ বা সত্য অধিবিদ্যা। হিউম মনে করেন অধিবিদ্যার চর্চা সঠিক পথে সঠিক ভাবে পরিচালিত হলে মানুষের জীবনে সেই অধিবিদ্যার প্রয়োজন আছে। অজানাকে জানার ~~মানুষের~~ আগ্রহ মানুষের স্বভাবগত ধর্ম। তাই যথার্থ অধিবিদ্যাকে বাতিল করা যায় না, অধিবিদ্যাকে প্রয়োজনীয় হতে গেলে তাকে যুক্তিসিদ্ধ হতে হবে — এটাই হিউমের মত। ~~এই~~ এই যুক্তিসিদ্ধ অধিবিদ্যাই সত্য অধিবিদ্যা

Scanned with CamScanner

SATURDAY 21
WK 08 ▪ 052-313

MARCH '15

M	T	W	T	F	S	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

হিউমের মতে যথার্থ অধিবিদ্যার দুটি মুখ্য কাজ হল – (i) অধিবিদ্যক আলোচনা জ্ঞানের সীমানা নির্দেশ করে সত্যের সাথে অভিজ্ঞতার যোগ অর্জন করে এবং (ii) অযথার্থ অধিবিদ্যার ভিত্তিকে বিনষ্ট করে।

SUNDAY 22

□ অপ – অধিবিদ্যাকে বর্জনীয় বললেও হিউম সমস্ত অধিবিদ্যাকে বর্জনীয় বলেননি, জ্ঞানের সীমানা লঙ্ঘন না করে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে যদি বিমূর্ত প্রত্যয়ের স্বরূপ অন্বেষণ করা হয় তাহলে যথার্থ অধিবিদ্যা যে সম্ভব হতে পারে — হিউম তা

2015 FEBRUARY

MONDAY 23
WK 09 ▪ 054-311

অস্বীকার করেন না। এ যাবৎ অধিবিদ্যা কোনো সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে সমর্থ হয়নি — এ কথা মেনে নিয়েও হিউম বলেন যে অধিবিদ্যা মাত্রই বর্জনীয় নয়। ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে যুক্তিসিদ্ধ ভাবে নতুন উদ্যমের সঙ্গে যথার্থ অধিবিদ্যাকে অনুশীলনের কথা বলেন হিউম। বিশুদ্ধ ও বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে যদি অধিবিদ্যা কী অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যায়, তাহলে অধিবিদ্যা কেবল বিমূর্ত সত্তার স্বরূপ নয়, অভিজ্ঞতার সত্যের স্বরূপ নির্ধারণ করতেও সমর্থ হবে।

Scanned with CamScanner

FEBRUARY '15						
M	T	W	T	F	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

অধিবিদ্যার অসারতা প্রমাণে হিউম 'ইনকোয়ারি' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন,

(১) যে কোন যৌগিক অথবা উন্নত ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে শেষে এমন কতগুলি ধারণা পাওয়া যায় যাদের আর বিশ্লেষণ করা যায় না।

প্রথমত: নির্ভুল ও বিমূর্ত দর্শনের অর্থাৎ অধিবিদ্যার অপেক্ষা প্রয়োজনীয় দিকটি হল — সরল ও সংবেদনশীল দর্শন মাত্রই এ জাতীয় দর্শন বা অধিবিদ্যার উপর

নির্ভরশীল। অধিবিদ্যার উপর নির্ভর না করে সরল বা সুবোধ্য দর্শন ~~কখনোনাই~~ কখনই মানুষের মধ্যে বস্তুবোধ (sentiments) উদ্রিক্ত করতে পারে না, সমালোচ্য কার্যোপদেশ দিতে সমর্থ হয় না অথবা যুক্তিমত্তা রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিবিদ্যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখায়, শিল্পী ভাস্কর না হলে একনিষ্ঠভাবে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

নিপুণ চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর যে

Scanned with CamScanner

সৌন্দর্যের দেবদেবীর অথবা মানব মানবীর চিত্র বা ভাস্কর্য রূপায়িত করেন তার মূলেও হল মানবদেহের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে, স্নায়ু ও পেশী বিন্যাস সম্পর্কে, অস্থিসংস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুগভীর জ্ঞান, আর তা লাভ করতে হলে শারীরবিদের নিষ্ঠা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত: হিউম বলেন সাধারণ মানুষের জীবনে সুবোধ্য দর্শনের মতো অধিবিদ্যার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা না গেলেও তার পরোক্ষ প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। যুগে যুগে সাধারণ

মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক এমন কি সামরিক চেতনাও অধিবিদ্যার সূক্ষ্ম যুক্তি-প্রক্রিয়ার দ্বারা নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। যেমন অধিবিদের উন্নত বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে রাজনীতিবিদ উপলব্ধি করতে পারেন — কীভাবে শক্তির বণ্টন করা গেলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে।

Scanned with CamScanner

28 SATURDAY
059-306 ▪ WK 09

FEBRUARY '15						
M	T	W	T	F	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

তৃতীয়তঃ পরিশেষে হিউম বলেন
অধিবিদ্যার ব্যবহারিক মূল্য যদি
নাও থাকে তাহলেও তাকে মূল্যহীন ও
নিষ্প্রয়োজনীয় বলা যাবে না। অধিবিদ
যদি সকল স্বার্থচিন্তা ছেড়ে কেবল
জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যই জ্ঞানের অন্বেষণ

1 SUNDAY

করেন তাহলে সেই জ্ঞানই হবে
প্রকৃত জ্ঞান। লাভ-অলাভের চিন্তা
বর্জন করে কেবলই জ্ঞানান্বেষণের
যে সুখ তা মনুষ্যলব্ধ সকল সুখের
আদর্শ স্বরূপ, এমন সুখের পরিণাম
কখনো অশুভ হতে পারে না

MARCH 2015

2 MONDAY
061-304 ▪ WK 10